অতলান্ত

-জামিল হাসান সুজন

অন্ধকার, অস্পষ্ট, আলো-আঁধারীতে ঘেরা, রহস্যময় - এই স্টেশন, এই সময়, এই জীবন। প্লাটফর্মের একদিকে গাদাগাদি, জড়াজড়ি করে ভিখিরি আর হতদরিদ্র মানুষেরা ঘুমিয়ে আছে। আর একদিকে গুটিকতক লোক। যাত্রী ওরা, অপেক্ষায় আছে শেষ রাত্রির লোকাল ট্রেনটার। ঘড়িতে তিনটে বাজার সময় সঙ্কেত। রাত জাগা চোখ দুটিতে ঝিমুনি আর অবসাদ। বসে বসে ঢুলছি। কোথাও কোন শব্দ নেই। আমের ঝুপড়ি নিয়ে বসে আছে ব্যবসায়ীরা। উবু হয়ে বসে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। জ্বলন্ত বিড়ি অন্ধকারে প্রতীয়মান।

বিরাট অফিস ঘর। বড় সাহেব চোখ রাঙ্গিয়ে বলছেন - ছুটি চাইলেই তো শুধু হবেনা - কি এমন? বৌ-এর বাচ্চা হবে তো কি হয়েছে? আপনি গেলে লাভ কি হবে? 'স্যর, ওর অবস্থাটা বিশেষ ভাল না।' 'আপনি আর কথা বাড়াবেন না। যান কাজ করুন। ছুটি নামঞ্জুর।'

শায়লা। এক আদি অকৃত্রিম শাশ্বত নারী। হাসিতে মুক্তো ঝরে! অশ্রুতে সাগর! শ্যামলা মেয়েটির ভিতরের ভিতরে আরও কি আছে? কথা বলে চোখ ঘুরিয়ে, অভিমান করে ঠোঁট ফুলিয়ে, শাসন করে, হাসে, কাঁদে। তারও বাইরে কিছু? হায় বিধাতা! ঐ লতা, ফুল, পাখি, তরুরাজী, ঐশ্বর্যময় প্রকৃতির মাঝে তৈরি করেছো তাকে। একান্ত নির্জনে, আপন মনে - শুধু আমার জন্য।

বড় সাহেবের কন্ঠস্বর অস্বাভাবিক কোমল আর ভারাক্রান্ত। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার কাছে এলেন। সস্নেহে হাত বুলালেন আমার মাথায়, পিঠে। আমি দুঃখিত সাদেক সাহেব, ভয়ানক দুঃখিত-অনুতপ্ত। আমি জানতাম না। শোনার পর থেকে খুব কষ্টে আছি। আপনি এখনও অফিসে কেন? যান চলে যান। যতদিন ছুটি লাগে নিন। অসুবিধা নেই। আর আমি যদি আপনার কোনরকম সাহায্যে আসতে পারি- - - অনেক কথা বলে চলেন বড় সাহেব। 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যর', অফিসিয়াল ভঙ্গীতে বলি।

আমার পাশে এসে বসেন বড় সাহেব। তাকে ভয়ানক ক্লান্ত দেখাচ্ছে। চোখের কোণে অশ্রু চিক চিক করছে। আশ্চর্য! ভারী পোশাক আর অফিস ডেকোরামের বাইরে এ এক অন্য মানুষ। বাইরে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত আসছে।
ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াই আমি। 'স্যর আমি তাহলে আসি। সেই শেষ রাত্রের আগে তো ট্রেন নাই। বাসায় যাই।'
'আমার গাড়ীটা নিয়ে যান না।'
'না স্যর, একেবারে অজ পাড়াগাঁ, রাস্তা খুবই খারাপ। লাগবেনা স্যর।'

দরজার কাছে আসতেই পেছন থেকে বড় সাহেব ডাকলেন, 'সাদেক সাহেব —' আমি পেছন ঘুরে তাকাই। বড় সাহেব এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।
'আপনি কি আমায় ক্ষমা করতে পারেন?'
'ছিঃছিঃ স্যর, এসব কি বলছেন?'
'নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়।'
'দ্যাট্স অল রাইট স্যর, ইট্স অল ওকে।' অফিসিয়াল কায়দাটি ভালই রপ্ত করেছি এ কয় বছরে।

দূরে কোথাও কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠে। রাত্রির প্রহর ঘোষিত হয়। রেল লাইনের ওপারে বিস্তৃত মাঠে অন্ধকার লেপ্টে আছে। দূরে বহুদূরে আলোক রেখা-জনবসতির চিহ্ন। ঘন্টাধবনি শুনে চমকে উঠি। রাত্রির নিঃস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান হয়। ট্রেন আসার সময় হলো। ঘড়িতে চারটা দশ।

ঝম ঝম করে ট্রেন প্লাটফর্মে প্রবেশ করে। তীব্র সার্চ লাইট প্রসারিত করে অযুত নিযুত আলোক রশ্মি - সম্মুখ দিকে। অন্ধকার একটা বগিতে উঠলাম। বাঙ্কারের উপর একজন লোক ঘুমাচ্ছে। এক সারি ফাঁকা। সামনের সারিতে দু'জন লোক ঘুম ঢুলু ঢুলু চোখে আমার দিকে তাকায়। আমি একেবারে জানালার কাছ ঘেষে বসি। হুটোপুটি, লোকের ভিড়, চেঁচামেচি কিছুই নেই। শেষ রাত্রের এই লোকাল ট্রেন ধরার কারও কোন ব্যস্ততা নেই।

রেলের গাড়ী চলে। রাত্রির ট্রেন। যে দেখেনি রাত্রির রেল, সে জীবনের অনেক কিছুই জানেনা।

ঝিক্ ঝিক্ ঝিকর ঝিক্ - অদ্ভুত এক তাল লয় মেনে চলেছে এই ট্রেন। কোথায়, কোন অজানা পানে ওর ছুটে চলা? রাত্রি জাগা চোখ জানালা দিয়ে আসা হাওয়ায় জুড়িয়ে যায়, মুদে আসে। তন্দ্রা, স্বপ্ন আবার জাগরণ। স্টেশন কি এল? প্রতীক্ষার স্টেশন? মহাশূণ্যতা আর কষ্টের স্টেশন। অথচ একদিন সুন্দর মিষ্টি রোদ ঝলমলে এক প্রভাতে কতই না সুখের ছিল এই স্টেশন। মধুর ছিল রেডিও থেকে ভেসে আসা পল্লীগীতির সুর। ধানের ক্ষেতে নেচে যাওয়া বাতাসের মত আমোদিত আর পুলকিত মন।

শায়লার ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে আসছে। খুব কষ্ট করেও মনে আনতে পারিনা। আমি তো শিল্পী নই, তবু তো এতকাল বুকের পোট্রেটে আঁকা ছিল সেই ছবি- জীবন্ত, প্রাণবন্ত। সে আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে কথা বলতো- একা, নিঃশব্দে।

ট্রেন চলছে চলুক। আমি কোথাও নামবো না, আমার কোন গন্তব্য নেই, তাড়া নেই, নিশ্চিন্তে অনিশ্চিতের দিকে যাত্রা। আহ্ রাতের আকাশ, গাছপালা, মেঘে ঢাকা চাঁদ, প্রকৃতি- তোমরা বরাবরের মতই নিশ্চুপ, প্রতিক্রিয়াহীন। যদি হতে পারতাম তোমাদের মত!

মালঞ্চী। হৃদয়ে সুবাতাস বইয়ে দিত যে নাম- সে এসে গেছে। অখ্যাত, গ্রাম্য, প্লাটফর্ম বিহীন এক রেল স্টেশন। আমি নামলাম। নামতে আমাকে হবেই, না নেমে উপায় নেই যে আমার। কোন কিছুই করার থাকেনা। অনিশ্চিতের দিকে হারিয়ে যাওয়া হয়না আমার। সেই এক বাঁধন - আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব। জড়াতেই হবে। উপায় নেই যে!

ভোর হয়ে আসছে। পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। ধান ক্ষেতের মধ্যে আলের রাস্তা। যেতে হবে মাইল দুয়েক। স্থির,শান্ত ঝিলের জল। ঝাকড়া পিঠালু গাছ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ভেজা ঘাস। রাতে কি বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা? কেমন পিচ্ছিল পথ। ধুলা কাদায় লেপ্টে যাচ্ছে পা।

মসজিদ থেকে বের হয়ে এলেন শ্বশুর সাহেব। সাদা দাড়ি। ক্লান্ত চোখের চাহনি। নুয়ে পড়েছে দেহটা। ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, 'খবর ভালো তো, বাবা?' আমি শ্বশুর আব্বার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলাম। 'থাক্ বাবা থাক্'- আশীর্বাদ করেন আগেকার মত। শায়লার ছবিটা এক পলকের জন্য অন্তরস্পর্শ করে ছুটে চলে যায়।

গোরস্থানের মধ্যে আমরা দুটি প্রাণী। ঘন্টাখানেক আগে কবর দেওয়া হয়েছে শায়লাকে। সে এখন শুধুই কবর, মৃত একটা দেহ। শেষ হয়ে যাওয়ার শুরু। শ্বশুর আব্বার দিকে তাকিয়ে বলি,

‘আপনি যান, আমি একটু পরে আসছি।’ মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে চলে যান তিনি। যাওয়ার আগে বললেন, ‘বাচ্চাটা কোনরকমে বেঁচে গেছে। দেখবে এসো। কী ফুটফুটে সুন্দর।’

কবরের শীতল মাটিতে হাত রাখি। কি ঠান্ডা আর নরম। কী অদ্ভুত নির্জনতা চারিদিকে। শায়লা, এখন শুধু তুমি আর আমি। হৃদয়ে খুব যত্ন করে আঁকা তোমার সেই ছবিটা হঠাৎ করেই আজ মধ্যরাতে হারিয়ে ফেলেছি। কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিনা।

হাজার বছরের আকাশ, উদীয়মান সূর্য, গাছপালা, পাখির কলরব - সব আগেকার মত। সবই আগেকার মত - কী ভীষণ অর্থহীন!